মার্ক্সবাদ ও রাজনীতি

By

Bijan Chatterjee

Department of Political Science

Saltora Netaji Centenary College

ভূমিকা

রাজনীতির আলোচনায় প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি থেকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি একেবারে আলাদা। অ-মার্কসীয় রাজনীতির আলোচনায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক আচরনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে সামাজিক উপাদান গুলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান পেলেও সমাজে শ্রেনী ও গোষ্ঠি গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সামাজিক ও অর্থনেতিক ক্ষমতার বণ্টন ব্যাবস্থার উপর এগুলির প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় না।

রাজনীতি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ

মার্কসবাদ মনে করে যে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজনীতির আলোচনা করা যায় না। তাঁরা সমাজ জীবনকে অ-খন্ড স্বত্ত্বা হিসাবে দেখেন। মার্কসবাদ অনুসারে রাজনীতি সমাজ জীবনের বিভিন্ন রুপের মধ্যে একটি, সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজের সামগ্রিক সত্ত্বার মধ্যে রাজনীতি কি ভূমিকা পালন করে তার দ্বারাই নির্ধরিত হয় রাজনীতির প্রকৃতি। মার্কসবাদীদের মতে, মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ একমাত্র সামাজিক বিজ্ঞান, যার সাহায্যে মানব সমাজ ও মানবিক সম্পর্কের সকল দিক বিশ্লেষন ও অনুধাবন করা যায়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত ভিত্তি।

রাজনীতি সমাজের সমাজের উপরিকাঠামো

মার্কসের মতে, প্রতিটি সমাজ সামগ্রিক ভাবে দুটি কাঠামোর উপর গড়ে উঠে। এর একটি হল ভিত্তি (Base) এবং অপারটি হল উপরিকাঠামো (Superstructure) ।কোনো সমাজের ভিত্তি হল সেই সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা (Mode of production)। এই উৎপাদন ব্যাবস্থার উপর দাড়িয়ে আছে সমাজের উপরিকাঠামো তথা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বোদ্ধিক জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়া। কোন সমাজের আইন, আদালত, পুলিশ, সৈন্য, সকল রাষ্ট্রীয় সংগঠন, কলা, সাহিত্য, দর্শন এ সবই হল সমাজের উপরিকাঠামো। আর এসব গুলিরই চরিত্র নির্ধরিত হয় সেই সমাজের উৎপাদন ব্যাবস্থার চরিত্রের দ্বারা মার্কস্ তাঁর Political Exonomy-তে বলেছেন, "The mode of production of material life determines the social, political and intellectual life process in general." মার্কস হেগেলীয় ভাববাদী দর্শনকে অস্বীকার কারে জোরালো দাবী রাখলেন যে, "It is not conciousness of men that determine their social being but, on contrary, their social being determine their conciousness. " অর্থাৎ চেতনা বা ভাব মানুষের সামাজিক সত্ত্বাকে নির্ধারন করে না, বরং তাদের সামাজিক সত্ত্বা তাদের চেতনাকে নির্ধারন করে।

রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় ধারনার কেন্দ্রস্থল হল বীরোধ বা সংঘর্ষ

মার্কসীয় মতে রাজনৈতক ক্ষমতা অর্জনের জন্য যে বীরোধ চলে তার উৎস হল সমগ্র সমাজের মৌলিক বীরোধ সমুহ এবং এই সব বীরোধের আলোকেই মানুষের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের যথাযথ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সুতরাং মার্কসীয় দৃষ্টিতে বীরোধের উৎস হল একটি বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা। সামাজিক উৎপাদন ব্যাবসথায় বীরোধ চলে তাদের মধ্যে একটি গোষ্ঠি হল উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক। তারা শ্রমিকের (Haves not) শ্রমের দ্বারা সৃষ্ঠ উদ্‌বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। শ্রমিকরা তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে 'Haves' গোষ্ঠীর অধীনে থেকে তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে শ্রমিকরা তাদের অধীনতার শর্ত এবং সামাজিক অবসথানের পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে 'Haves' এবং 'Haves not' দের মধ্যে বীরোধ দেখা দেয়। এই বীরোধের প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রনীতিতে। শ্রেনী বীরোধ নিরসনের এই প্রক্রিয়াই হল রাজনীতি। মার্কসের মতে যতদিন না সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন এই শ্রেনী বীরোধও থাকবে।

রাজনীতি সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রভুত্বের ধারনা

রাজনীতির মার্কসীয় আলোচনায় প্রভূত্বের (Domination) ধারনাটিও গুরুত্বপূর্ন। দ্বন্দ্বের মতো প্রভূত্বের ধারনাও শ্রেনী বিভক্ত সমাজে বর্তমান। দাস সমাজে দাস মালিকরা, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সামন্ত প্রভুরা এবং ধনতান্ত্রিক সমাজে বুর্জোয়ারা সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের শ্রেনী স্বার্থে ব্যাবহার করে। মার্কসের ভাষায়, শ্রেনী বিভক্ত সমাজের এই শ্রেনীগত আধিপত্যের সম্পর্কই শ্রেনীদ্বন্দ্বের মূল কারন। আধিপত্য নানা ভাবে প্রকাশিত হয়, যেমন- অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক। সুতরাং রাজনৈতিক বিশ্লেষনে কোন বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।

মার্কসীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক নীতি

মার্কসীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক নীতি হল রাষ্ট্রক্ষমতা ও শ্রেনী ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজ এই সম্বন্ধের বাস্তব রুপের অনুশীলণ এবং কি উপায়ে রাষ্ট্র তার লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে তার বিবেচনা করা! মার্কস্ 'Thesis on Fuerbach' গ্রন্থে লিখেছেন, " দার্শনিকরা নানা ভাবে জগতের ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু প্রশ্ন হল পরিবর্তন করা।"

সমালোচনা

১) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনৈতিক উপাদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। অন্যদিকে ধর্ম, নৈতিকতা, আবেগ, জাতিয়তাবোধ প্রভৃতির প্রভাবকে গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু রাজনীতির উপর এগুলির প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাস্তবে মানসিক আবেগ বা আকাঙ্খার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

২) মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে উপরিকাঠামো তথা রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের অনেক আগেই ঘটে যায়।

৩) মার্কস্বাদ অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠ্য সর্বহারা শ্রেণী শোষনের চরম পর্যায়ে পৌঁছালেই বিপ্লব দেখা দেবে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সর্বহারা শ্রেণী সংখ্যাগরিষ্ঠ্য হওয়া সত্ত্বেওসব দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়নি।

উপসংহার

মার্কস্বাদ বিভিন্ন ভাবে সমালোচিত হলেও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বরুপ উন্মোচনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য্য। **অধ্যাপক ল্যাস্কি** মন্তব্য করেছেন, “পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেখানেই মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতির প্রয়াস দেখা যায়, সেখানেই কার্ল মার্কসের তত্ত্ব মানুষকে প্রেরনা যুগিয়েছে এবং মানুষ তাকে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা বলে সম্মানিত করেছে

"In every country of the world where men have set themselves to the of social improvement, Marx has been always the source of inspiration and prophecy."

ধন্যবাদ